দৈনিক সংবাদ
0 5 SEP 1986
10

৩৪ জন শিক্ষকের পদ শূন্য

সমস্যার কবলে পিরোজপুর সরকারী কলেজ

পিরোজপুর ১লা সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— পিরোজপুর সরকারী কলেজ আজ হাজার সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৫৭ সালে এ কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর আজ ২৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এসব সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। কেবলমাত্র বেসরকারী কলেজ থেকে সরকারীকরণ করা হয়েছে।

১৯৫৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামে এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ১৯৬১-৬২ সালের দিকে কলেজ গভর্নিং বডির কতিপয় সদস্যের বিরূপ মনোভাবের জন্য এ কলেজের নাম পরিবর্তন করে পিরোজপুর কলেজ রাখা হয়। তখন এ নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রতিবাদ জানালেও কোন সুফল হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আবার গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তে এ কলেজের নাম পরিবর্তন করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ রাখা হয় এবং সে নামে কলেজ চলতে থাকে। কিন্তু অদৃশ্যশক্তির কারসাজিতে আবার সোহরাওয়ার্দীর নাম বাদ পড়ে যায়।

১৯৮০ সালের ১লা মার্চ যখন এ কলেজকে সরকারীকরণ করা হয় এখন থেকে পিরোজপুর কলেজ হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়া হয়।

আজ ১৬০০ ছাত্রছাত্রীর এ কলেজে রয়েছে নানা সমস্যা। কলেজে ১৬টি বিভাগে ৬৩ জন শিক্ষকের পদ থাকা সত্ত্বেও আজ মাত্র ২৯জন শিক্ষক রয়েছেন। এরমধ্যে আবার একজন উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকায় অবস্থান করছেন। এখানে এখন ৩৪জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামের ইতিহাস, হিসাববিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা রসায়ন শাস্ত্র এবং প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগে ৪জন করে শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও এখন মাত্র এসব বিভাগে ১ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। কলেজে একজন উপাধ্যক্ষের পদ থাকা সত্ত্বেও আজ অবধি এই কলেজে কোন উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়নি।

এখন মাত্র একজন হিসাব রক্ষক, একজন প্রবীণ অফিস সহকারী ও একজন স্টোর কিপার দিয়ে কলেজ চালানো হচ্ছে। অথচ এই কলেজে একজন ক্যাশি-

শিক্ষকের জন্য কোন আবাসিক কোয়ার্টার নেই। অধ্যক্ষ সাহেব এবং আরো ৩ জন শিক্ষক এখনও বিজ্ঞান ভবনে থাকছেন। মুসলিম ও হিন্দু ছাত্রদের জন্য দু'টি নামমাত্র হোস্টেল রয়েছে। এ হোস্টেল দু'টি এখন বসবাসের অনুপযোগী। ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেলের ব্যবস্থা নেই। অনেক ছাত্রীকেই মেস বা লজিং-এ থাকতে হচ্ছে।

কলেজে কোন অডিটরিয়াম নেই। গানবাজনা বা অন্যান্য যেকোন অনুষ্ঠান কলেজের ক্লাস রুমেই করতে হয়। এখানে ব্যায়ামাগার ও মেয়েদের কমনরুম নেই। লাইব্রেরী এবং অফিসের জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। কলেজের ছোট দু'টি রুমে এর কাজ চলছে। কলেজ ময়দানটিও উপযোগী নয়। কলেজের কোন বাউণ্ডারী ওয়াল বা আভ্যন্তরীণ ছোটখাটো রাস্তাও নেই। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অনুপাতে কলেজে ক্লাস রুমের অভাব রয়েছে। বিজ্ঞান গবেষণাগারের রুম অত্যন্ত ছোট। এতে প্রাকটিক্যাল ক্লাস করতে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ছাত্রদের জন্য যে শৌচাগার রয়েছে তা ব্যবহারের অনুপযোগী। পায়খানার দরজা কপাট ভেঙ্গে গেছে। ছাত্র কমনরুমের অবস্থাও শোচনীয়। পত্রপত্রিকা নেই। সামনে জমেছে কচুগাছ। পরিষ্কারের লক্ষণ নেই।

এই কলেজ সরকারীকরণের পর এর উন্নয়নের জন্য '৮৪ সালের দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফেসিলিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং সেই মোতাবেক এই ১০ লাখ টাকার প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তীতে সেই ১০ লাখ টাকা আর পাওয়া যায়নি।

এই কলেজে বাংলায় অনার্স কোর্স চালুর দাবী ছিল দীর্ঘদিনের। আর এই প্রেক্ষিতে ২২-৪-৮৬ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই কলেজে বাংলায় অনার্স কোর্স খোলার অনুমতি দেন। কিন্তু গত ৮-৭-৮৬ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক এক চিঠিতে জানান, শিক্ষক স্বল্পতার জন্য বাংলায় অনার্স কোর্স প্রবর্তন করার

গত রোববার প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। লীগ শুরু হয়েছিল গত ২৩শে মে। মোট ১২০টি খেলার মধ্যে ৯০টি খেলার জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি ও ৬০টি ড্র হয়েছে। খেলাগুলোতে গোল হয়েছে ২৪৫টি।

প্রথম পর্বে গত বছরের ৩য় দল ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান ৪১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে, বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন আবাহনী ২য় স্থানে ও রানার্স ব্রাদার্স ৩য় স্থানে রয়েছে। মোহামেডান ও আবাহনী সর্বাধিক ১৩টি করে খেলায় জিতেছে। আবাহনী সর্বাধিক ৩৯টি গোল দিয়েছে এবং খেয়েছেও সবচেয়ে কম ৪টি গোল। সবচেয়ে কম ৮ গোল দিয়েছে পিডব্লিউডি ও সবচেয়ে বেশী ২৪ গোল খেয়েছে ইস্ট এণ্ড।